بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

ইসলাহে খাওয়াতিন—এর অনুবাদ

নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

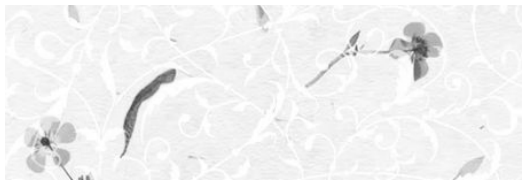

নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৪ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলহজ ১৪৪৫ / জুন ২০২৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫

ISBN : 978-984-96830-6-3

মূল্য : ৳ ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা মাত্র)

USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সভ্যতার ব্যাপক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মিক জগৎ আদিকাল থেকে একই রকম আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। মূলত ওহীর জ্ঞান ও চর্চা ছাড়া আত্মায় উন্নতির কোনো ছোঁয়া লাগে না। অহংকার, হিংসা-ক্রোধ, রাগ-জিঘাংসা ইত্যাদি যেমন সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের নিত্য সঙ্গী, তেমনই মায়া-মমতা, বিনয়-নম্রতা, ত্যাগ-তিতিক্ষাও আছে। সহজাত মানবিকবোধ একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষকে বিনয়ী হতে সাহায্য করলেও পরিস্থিতিসাপেক্ষে পরিচর্যাহীন আত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন সেটি আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ নিয়ন্ত্রণ আখেরাত-ভাবনায় যতটা শক্তিশালী হয়, অন্য কিছুতেই সেটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্যই মুসলিম পুরুষ ও নারীদের তাযকিয়া বা ইসলাহ করা নবী-রাসূলদের একটি অনিবার্য কাজ হিসেবে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে, আত্মার মন্দ গুণাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে ফেরেশতাসুলভ আচরণে দীক্ষিত করে তোলা। এতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, কলবে সালিম পর্যায়ে উন্নীত হয়। এটি ছাড়া আখেরাতে সফল হওয়া অসম্ভব।

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে এই বোধ ও অনুভূতি মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় পরিবার ও সমাজে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিম নারীরা। তাদের অনেকে ইসলাম বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। আধুনিক ও বিলাসী জীবনের প্রলোভনে তারা স্বনির্ভর হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্বামী-সংসার-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীবন যাপন করছে। এতে বিয়ে না করা কিংবা দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা যেমন বেড়েছে, তেমনই সংসার ভাঙার হারও বেড়েছে। আর মানসিক প্রশান্তি তো বহু আগেই বিদায় নিয়েছে। ইসলাম যে পবিত্র জীবনের রূপরেখা দিয়েছে, সেটিকে তারা পশ্চাতপদ মনে করছে। অথচ সেটিই আসল জীবন। এ জীবন লাভ করা সম্ভব না হলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ব্যর্থ।

এ লক্ষ্যেই আমাদের বর্তমান আয়োজন মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১৮৬৩-১৯৪৩)-এর কালজয়ী গ্রন্থ *ইসলাহে খাওয়াতিন*-এর অনুবাদ—*নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার*। এটি তার একটি অনবদ্য কীর্তি। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দয়ার্দ্র হৃদয়ে হাকীমুল উম্মত রহ. মুসলিম নারীদের আত্মিক রোগ ও প্রতিকার নিয়ে গ্রন্থটি লিখেছেন, যা যুগ যুগ ধরে নারীদের আত্মশুদ্ধির এক অনবদ্য উৎস হয়ে আছে। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার জন্য নারীদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করেছেন এ দেশের একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ সাহেব। মূল গ্রন্থে হাদীসসমূহের সূত্র দেওয়া ছিল না। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে বেশিরভাগ হাদীসের সূত্র সংযুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হয়েছে, যা পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। আমরা আশা করি, তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এ দেশের মুসলিম নারীদের ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর ওসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : নারীজাতি সম্পর্কে কিছু হাদীস **১৫**

দ্বিতীয় অধ্যায় : নারীজাতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা **১৯**
নারীদের চরিত্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ২০
শিক্ষা ও পরিশুদ্ধি ফরজে আইন ২১
নারীদের আত্মিক পরিশুদ্ধির গুরুত্ব ২১
নারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা এবং তাদের দুরবস্থার আক্ষেপ ২২
স্ত্রীদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব স্বামীদের ওপর ২৩
নারী-সংস্কারের কর্মপদ্ধতি ২৪
আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি ২৪
নামায বিশুদ্ধকরণ-পদ্ধতি ২৫

তৃতীয় অধ্যায় : নেক ও দ্বীনদার নারীর গুণাবলি **২৭**
দ্বীনে ইসলাম ২৮
ইসলাম ধর্মের উপাদান ২৯

চতুর্থ অধ্যায় : কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদার বিবরণ **৩১**
গুরুত্বপূর্ণ আকিদাগুলোর বিশ্লেষণ ৩৩
কালিমা তাইয়িবার ব্যাখ্যা ৩৩
পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদ ৩৪
শিরক ৩৫
শিরকের প্রকারভেদ ৩৬
কেয়ামত ও আখেরাত ৩৭
জান্নাত ও জাহান্নাম ৩৯
তাকদীর বা ভাগ্য ৩৯
তাকদীরের ওপর ভরসা রাখার লাভ ৪১
ফেরেশতা ৪১
নবী ও রাসূল ৪২
কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ৪৩
কোনো কিছুই অশুভ নয় ৪৪
কিছু ভ্রান্ত আকিদা ৪৪

জাদু-টোনা ৪৫
সন্তান লাভের জাদুমন্ত্র ৪৬
দ্বিতীয় বিয়ে-সংক্রান্ত ভ্রান্ত আকিদা ৪৬

পঞ্চম অধ্যায় : নামাযের গুরুত্ব **৪৮**
কিছু হাদীস ৪৯
নামায আদায়ে অবহেলা ৪৯
নামাযের মাঝে কিছু অবহেলা ৫০
অযথা ওজর দেখিয়ে নামাযে অবহেলা ৫২
নামাযে ধারাবাহিক হওয়ার পদ্ধতি ও কৌশল ৫৩
মহিলাদের নামাযী ও দ্বীনদার বানানোর পদ্ধতি ৫৫
সারকথা ৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : রোযার গুরুত্ব **৫৬**
রমাযানের উপকারিতা ৫৭
রোযার উদ্দেশ্য ৫৮
নারীদের রোযা-সংক্রান্ত ভুলত্রুটি ৫৯
ইতিকাফ ৬১
সদকাতুল ফিতর ৬২

সপ্তম অধ্যায় : যাকাত **৬৩**
যাকাতের গুরুত্ব ৬৩
যাকাত না দেওয়ার শাস্তি ৬৪
যাকাতের ব্যাপারে নারীদের ত্রুটি ৬৫
মহিলাদের একটি অভ্যাস ৬৬
যাকাতে কি সম্পদ কমে? ৬৬

অষ্টম অধ্যায় : হজ ও কুরবানী **৬৮**
কিছু হাদীস ৬৮
মদীনা যিয়ারত ৬৯
কুরবানী ৭০
কুরবানী-সংক্রান্ত কিছু হাদীস ৭১

নবম অধ্যায় : আল্লাহর যিকির **৭২**
যিকরুল্লাহ-সংক্রান্ত কিছু হাদীস ৭৩

আল্লাহর যিকির করার পদ্ধতি ৭৪
ঘরের কাজকর্মের মাঝে যিকির ও তাসবীহের আমল ৭৫
বিশেষ কিছু যিকির ৭৬
ইস্তেগফার ৭৬
কালিমা তাইয়িবা ৭৬
মাসনূন আমল ৭৭
তাসবীহে ফাতেমী ৭৭
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ৭৯
কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ আদব ৮১
দুআর গুরুত্ব ও আদব ৮১
দুআর প্রকৃতি ৮৩

দশম অধ্যায় : দুনিয়ায় নিবিষ্ট না হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া ৮৪
গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার ৮৫
সবর ও শোকরের পরিচয় ৮৭

এগারোতম অধ্যায় : নারীদের আত্মিক রোগ ও তার চিকিৎসা ৮৯
ধন-সম্পদের ভালোবাসা ৮৯
লোভ-লালসা ৯১
দুনিয়াপ্রীতি ৯২
লালসা ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা ৯৩
অল্পে তুষ্ট না হওয়া ৯৩
অস্বস্তি ও বচসা ৯৪
প্রয়োজনের অধিক আসবাব জমা করার বাসনা ৯৫
প্রয়োজন ও অপচয়ের সীমানা ৯৬
গৌরবপ্রীতি ৯৭
কৃত্রিমতা ও অহংকার ৯৯
আত্মঅহমিকার ব্যাধি ১০১
অহংকার ও দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার উপায় ১০৪
লোভ-লালসার একটি প্রতিকার ১০৫
মহিলাদের পরস্পর সাক্ষাতে সতর্কতা ১০৮
লোভ ও অধৈর্য কীভাবে জন্মায় ১০৯
একটি ঘটনা ১১০
নিজের চেয়ে নিম্নমানের কাউকে দেখুন ১১১

জবানের হেফাজত ১১২
মিথ্যা ১১৩
গীবত বা পরনিন্দা ১১৪
গীবতের অভ্যাস ১১৫
গীবতের বিধিবিধান ১১৬
গীবত থেকে নিষ্কৃতির উপায় ১১৭
হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের গুরুত্ব ১১৮
বান্দার হক থেকে নিষ্কৃতির পদ্ধতি ১২০

বারোতম অধ্যায় : স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীদের অবহেলা
স্বামীকে নামাযী বানানোর চেষ্টা না করা ১২১
স্ত্রী চাইলে স্বামী পাক্কা দ্বীনদার হয়ে যেত ১২২
আল্লাহর কিছু বান্দির অবস্থা ১২২
স্বামীর সম্মান ও সেবায় ত্রুটি ১২৪
স্বামীকে তুচ্ছ মনে করবেন না ১২৫
স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি ও বেয়াদবি ১২৬
স্বামীর সাথে চাটুকারিতা ও তামাশা করা ১২৭
স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা ১২৮
স্বামীর ভুল ও অযথা রাগের সময় স্ত্রীর করণীয় ১২৯
স্বামী অন্য নারীর চক্করে পড়লে স্ত্রী কী করবে? ১২৯
মন্দ ভাষা ও প্রগলভতা ১৩১
মহিলাদের অনর্থক চাহিদা ১৩২
নিজেকে পুরুষের সমান মনে করা এবং রাগ করা ১৩৩
স্বামী ঘরে ফেরার পর স্ত্রীর অবহেলা ১৩৪
স্বামীর সম্পদে হস্তক্ষেপ ১৩৫

তেরোতম অধ্যায় : মহিলাদের বিভিন্ন আত্মিক রোগ ১৩৬
অকৃতজ্ঞতা ১৩৬
কেনাকাটায় অপচয় ১৩৭
বিয়ে-শাদিতে অপচয় ১৩৮
শোকসভায় অপব্যয় ১৩৯
প্রয়োজনের সীমানা ১৪০
অপচয়ের সীমানা ১৪১
অন্যের জামা দেখে তার মতো জামা বানানো ১৪১
অহংকার ১৪২
অহংকার ও আত্মম্ভরিতার চিকিৎসা ১৪৪

বিনয় : প্রয়োজনীয়তা ও অর্জন করার পদ্ধতি ১৪৫
বুযুর্গদের বিনয় ১৪৭
ধোঁকাবাজি ও চালাকি ১৪৮
বেশি কথা বলা ১৪৯
কুধারণা ১৫১
অভিশাপ দেওয়া ১৫২
হিংসা-বিদ্বেষ ১৫২
চেয়ে নেওয়া জিনিস ফেরত না দেওয়া ১৫৩
ঋণ পরিশোধ না করা ১৫৪
আত্মীয়দের সাথে পর্দায় অবহেলা ১৫৬

চৌদ্দতম অধ্যায় : মহিলাদের ঝগড়া-বিবাদ ১৫৭
নারী-পুরুষের ঝগড়ার পার্থক্য ১৫৭
ঝগড়া লাগানোর অভ্যাস ১৫৮
পুরুষদের মাঝে ঝগড়া লাগানো ১৫৮
মহিলাদের পরস্পর ঝগড়া ১৫৯
ভাবির রাগ; দেবর ও ইয়াতিমের প্রতি অবিচার ১৬১
ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার উত্তম পদ্ধতি ১৬৩
পারিবারিক ঝগড়া থেকে বাঁচার উপায় ১৬৪
আপনজনের সাথে লেনদেন না করাই নিরাপদ ১৬৪

পনেরোতম অধ্যায় : নারীদের প্রথাপ্রীতি ১৬৫
নারীরা রুসুম-রেওয়াজ ও বিভিন্ন প্রথার শেকড় ১৬৭
মহিলাদের একত্রিত হওয়ার ক্ষতি ১৬৭
বিয়ে-শাদিতে মহিলাদের মন্দ কাজের বিবরণ ১৬৮
সাজসজ্জা, অলংকার ও পোশাক-আশাকের মন্দ দিক ১৭০
নারীদের মারাত্মক ভুল ১৭০
নববী এরশাদ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা ১৭১
প্রথা পালনে বৃদ্ধাদের অপতৎপরতা ১৭২
রুসুম-রেওয়াজ দূর করার পদ্ধতি ১৭৩
রুসুম-রেওয়াজ দূর করার শরয়ী পদ্ধতি ১৭৪
রুসুম-রেওয়াজের বিরোধিতাকারী আল্লাহর ওলী ১৭৬
কুসংস্কার ও রুসুম-রেওয়াজে নিমজ্জিত ব্যক্তি ১৭৬
সকল মুসলিমের দায়িত্ব ১৭৬
নারীদের নিকট নিবেদন ১৭৭
নারীরা সচেষ্ট হলে সকল রুসুম-রেওয়াজ বিলীন হয়ে যাবে ১৭৭

নারীদের কিছু ত্রুটি এবং জরুরি সংশোধন ১৭৮
নারীদের মাধ্যমে ফেতনা-ফ্যাসাদ তৈরি হওয়ার কারণ ১৭৯
নারীদের কিছু মন্দ অভ্যাস ১৮০
নারীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত ১৮১

ষোলোতম অধ্যায় : অধিকারসমূহের আলোচনা ১৮৪
মা-বাবার হক ১৮৪
সৎ মায়ের হক ১৮৫
ভাই-বোনের হক ১৮৫
স্বামীর হক ১৮৫
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ১৮৬
স্বামীর দায়িত্ব ১৮৬
স্ত্রীর দায়িত্ব ১৮৭
আত্মীয়-স্বজনের হক ১৮৭
শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের হক ১৮৭
এতিম অসহায়দের হক ১৮৮
মেহমানের হক ১৮৮
প্রতিবেশীর হক ১৮৮
অমুসলিমদের হক ১৮৯
প্রাণীদের হক ১৮৯

সতেরোতম অধ্যায় : ভালো অভ্যাস ও শিষ্টাচারের বিবরণ ১৯১
খাওয়া-দাওয়ার আদব ১৯১
পরিধানের আদব ১৯৩
অসুস্থতা ও চিকিৎসার আদব ১৯৪
স্বপ্নের আদব ১৯৪
সালামের আদব ১৯৪
বসা, শোয়া ও চলার আদব ১৯৫
সমবেত বসার আদব ১৯৫
মুখকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি ১৯৬
বিশেষ কিছু আদব ১৯৮
বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা ১৯৯
কিছু জরুরি বিষয় ২০১
সুখে থাকার কিছু উপাদান ২০২
মহিলাদের পরিহার্য কিছু বিষয় ২০৯

কিছু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত বিষয় ২১৫
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ২২৩
বাচ্চাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা ২২৯
নবীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উত্তম চরিত্রাবলি ২৩২
কতিপয় সত্য ঘটনা ২৩৫
নারীরাও উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারেন ২৪২
নারীজাতির সংশোধনের পদ্ধতি ২৪৫
নারী সংশোধনের পরিকল্পনা ও নিয়মতান্ত্রিক আমল ২৪৬
নারী সংশোধনের সহজ পদ্ধতি ২৪৯
নারীরাও কি পীরের মতো অন্যদের ইসলাহ করতে পারবে ২৪৯
নারী-মনে পুরুষ হওয়ার কামনা ২৫১
নারীজাতির ভালো গুণ ২৫২
নেককার মহিলাদের গুণাবলি ২৫৩
নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ২৫৪
পুরুষের তুলনায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক ২৫৫
নারীদের দ্বীনি শিক্ষার উপকারিতা ২৫৬
দ্বীনি শিক্ষা বনাম আধুনিক শিক্ষা ২৫৬
দ্বীনি শিক্ষার অভাবে অপূরণীয় ক্ষতি ২৫৭
নারীশিক্ষায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব ২৫৭
নারীদের শিক্ষিত করা পুরুষদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ২৫৮
নারীদের দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়া অন্যায় ২৫৯
নারীদের আরবী শিক্ষা ২৬০
কন্যাশিশু ও নারীদেরকে আলেমা হিসেবে গড়ে তোলা ২৬১
নারী বা পুরুষ উভয়কে আলেম বানানোর জন্য যাচাই ২৬১
নারীদের কুরআনে কারিম হিফজ করা ২৬২
নারীদের পাঠ-পরিকল্পনা ২৬৩
মৌলিক কথা ২৬৩
নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচি ২৬৪
নারীশিক্ষার পাঠ্যসূচির সারসংক্ষেপ ২৬৫
জাগতিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন ও পেশাজীবী শিক্ষা ২৬৬
নারীদেরকে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা ২৬৬
আধুনিক শিক্ষার ক্ষতি ২৬৭
আধুনিক শিক্ষা লজ্জাহীনতার উন্মুক্ত দ্বার ২৬৭
পাশ্চাত্য সমাজের নতি স্বীকার ২৬৯
নারীর দর্শন ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা ২৬৯

নারীর ইতিহাস শিক্ষা ২৭০
নারীর ভূগোল শিক্ষা ২৭০
নারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ও দুনিয়াবি শিক্ষা ২৭১
অপ্রয়োজনীয় বই-পুস্তক পাঠ করা ২৭২
নারীদের কবিতা আবৃত্তি শিক্ষা ২৭৪
নারীদের হাতের লেখা ও ড্রয়িং শিক্ষা ২৭৫
সতর্কতা অবলম্বন জরুরি ২৭৫
নারীদের লেখা শিক্ষায় বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ২৭৬
স্বাধীনচেতা নারীদের দ্বারা নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ২৭৭
বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিমত ২৭৭
বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষতি ২৭৮
এটা কোনো ফাতওয়া নয়, বরং আমার নিজস্ব অভিমত ২৭৯
বালিকা বিদ্যালয়ে অনিষ্টের মূল কারণ ২৮০
নারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্ত ও উত্তম পদ্ধতি ২৮১
কন্যাসন্তানের শিক্ষাপদ্ধতি ২৮২
বিবাহিতা নারীদের শিক্ষাপদ্ধতি ২৮২
অশিক্ষিত নারীদের দ্বীনি শিক্ষার পদ্ধতি ২৮৩
গৃহিণীরা দ্বীনি বিষয়াদি শ্রবণে অনাগ্রহী হলে ২৮৩
পুরুষ দ্বারা নারীকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ২৮৪
নারীদেরকে বেহেশতী জেওর শেখানোর পদ্ধতি ২৮৪
নারীরাও পারে লেখিকা হতে ২৮৬
পুস্তক-পত্রিকায় নারীদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ ২৮৬

প্রথম অধ্যায়

নারীজাতি সম্পর্কে কিছু হাদীস

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমাযানের রোযা পালন করবে, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করবে এবং স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

২। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক নারী অধিকহারে নফল নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-সদকা করে, কিন্তু মুখের ভাষায় প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। তারপর ওই ব্যক্তি বলল, অমুক নারী নফল নামায, রোযা ও দান-সদকা এত বেশি করে না। মাঝে মাঝে কয়েক টুকরো পনীর দান করে, কিন্তু মুখের ভাষায় প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীর জন্য ঘরে বসে সাংসারিক কাজ করা জিহাদের সমপর্যায়ের।[৩]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে নারীজাতি, আমি তোমাদেরকে অধিকহারে জাহান্নামে দেখেছি। নারীরা জিজ্ঞেস করল, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা অনেক বেশি অভিশাপ দাও এবং খুব বেশি স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও এবং সে যা দেয় তার অনেক অসম্মান করো।[৪]

৫। আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নারীরা আমাকে এ কথা বলে আপনার নিকট

[১] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৪১৬৩।
[২] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং৯৬৭৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৫৭৬৪।
[৩] আবু ইয়ালা, হাদীস নং ৩৪১৫; *আল মুজামুল আওসাত*, ২৮০৭।
[৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩০৪; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮০।

পাঠিয়েছে যে, পুরুষরা জুমার নামায পড়ে, জামাতের সাথে নামায আদায় করে, অসুস্থের সেবা করে, জানাজায় অংশগ্রহণ করে, হজ ও উমরা করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করে আমাদের চেয়ে অধিক সওয়াব অর্জন করে নিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের গিয়ে বলো, স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করা, স্বামীর হক আদায় করা, স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলাই তোমাদের জন্য উপরোক্ত সমস্ত আমলের সমপর্যায়ের বলে গণ্য হবে।[৫]

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওই নারীর ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, যে রাতে উঠে নিজে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য নিজের স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়।[৬]

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলো ওই নারী, যার দিকে তার স্বামী তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয়, স্বামী কোনো আদেশ দিলে সে তা পালন করে এবং নিজের জান ও মালের ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করে তাকে অসন্তুষ্ট করে না।[৭]

৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো স্ত্রী যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কোনো কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে সে যে হুর লাভ করবে, সে বলতে থাকে, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক, সে তোর কাছে কিছুদিনের মেহমান। খুব শীঘ্রই তোকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।[৮]

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ওই স্ত্রী, যে নিজের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করে এবং নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত হয়।

১০। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ওই নারীকে পছন্দ করেন, যে নিজ স্বামীর সাথে প্রেমময় সম্পর্ক রাখে এবং পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত করে।

[৫] *আস সিলসিলাতুয যইফা* : ২২১।
[৬] *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ২৫২৭।
[৭] *আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৬৬৪; *হাকীম*, হাদীস নং ১৬৮৭।
[৮] *তিরমিযী*, হাদীস নং ১১৭৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ২০১৪।

১১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নারী অন্য নারীর সাথে এমনভাবে মেলামেশা করবে না যে, সে নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে তার বর্ণনা দেওয়া শুরু করে, কেমন যেন স্বামী স্বচক্ষে তাকে দেখছে।[৯]

১২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদল জাহান্নামী মহিলা, যাদেরকে আমি দেখিনি। আমার পর তারা পৃথিবীতে আসবে। তারা বস্ত্র পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে। (অর্থাৎ শরীরে নামেমাত্র কাপড় থাকবে। কিন্তু কাপড় এত পাতলা হবে যে, পুরো শরীর দেখা যাবে।) যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। তাদের মাথার চুল হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যায়।[১০]

১৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী লোকদেখানোর জন্য অলংকার পরবে, কেয়ামতের দিন তাকে তা দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।

১৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোনো এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক আনসারী নারী একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিল। সে তার আচরণে বিরক্ত হয়ে তাকে অভিশাপ দিতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন, এর ওপরে যা আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও। কেননা সে তো অভিশপ্ত হয়ে গেছে।[১১]

১৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে জ্বরের কথা ওঠানো হলে একজন ব্যক্তি তার ব্যাপারে মন্দ বলা শুরু করল। রাসূল বললেন, তোমরা জ্বরকে মন্দ বলো না। এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়।[১২]

১৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তাকে দাঁড়

[৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫২৪০।
[১০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫৩৯৭।
[১১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৩৬৮।
[১২] *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৪৬৯; *ইবনে আবি শাইবা*, হাদীস নং ১০৯১৫।

করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোশাক থাকবে।[১৩]

১৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মুসলমান নারীরা, কেউ যেন প্রতিবেশীর পাঠানো কোনো জিনিসকে তুচ্ছজ্ঞান না করে, যদিও তা বকরির একটি খুর হয়।[১৪]

১৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক নারীকে একটি বিড়ালের জন্য আজাব দেওয়া হয়েছে। সে তাকে ধরে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি। এভাবেই সে তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে।[১৫]

ফায়েদা : জানোয়ার লালন করে তার খাবার-দাবারের যত্ন না নেওয়াও আজাবের বিষয়।

১৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক নারী-পুরুষ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে। তারপর যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন শরীয়ত-পরিপন্থি অসিয়ত করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।[১৬] (যেমন : অমুক ওয়ারিশকে এই পরিমাণ বেশি দেওয়া।)

নোট : অসিয়তের মাসআলা কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে সে অনুযায়ী আমল করবেন। কখনো তার বিপরীত করবেন না।[১৭]

[১৩] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০৩১।
[১৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৫৬৬; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১০৩০।
[১৫] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৬১৯।
[১৬] *তিরমিযী*, হাদীস নং ২১১৭।
[১৭] বেহেশতী জেওর : ৮/৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীজাতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাহ্যিক খাবার-দাবার ও খরচা দিয়ে যেমন স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের অন্যান্যদের শারীরিক প্রতিপালন আবশ্যক, তেমনই শরয়ী জ্ঞান ও সংস্কার-পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের আত্মিক প্রতিপালন করা তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অবহেলা করা হয়। অনেক মানুষ তো এটাকে প্রয়োজনীয়ই মনে করে না। তারা নিজের পরিবারকে না কখনো দ্বীন-ধর্মের কথা বলে, না কোনো অন্যায় কাজে তাদের বাধানিষেধ করে। তারা মনে করে যে, পরিবারকে তাদের চাহিদা অনুপাতে ভরণপোষণ দিয়ে দিলেই নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ কুরআনে কারীমে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরিম, ৬৬ : ৬)

এই আয়াতের তাফসীরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বীন-ধর্মের কথা শেখাও।[১৮] এখান থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, নিজের স্ত্রী-সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ফরয। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সকলেই দায়িত্ববান। তোমাদের সকলকেই অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৯]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরিবারকে আল্লাহ-ভীতির উপদেশ প্রদান করো এবং তাদেরকে শাসন করা থেকে বিরত থেকো না।[২০]

[১৮] *মুসতাদরাকে হাকীম*।
[১৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৮৯৩।
[২০] *আল মুজামুল আওসাত; তাবারানী*, হাদীস নং ১৮৬৯; *ইসলাহে ইনকিলাব*।

নারীদের চরিত্র সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের নারীদের আখলাক-চরিত্রের অনেক দুরবস্থা। তাদের এই অবস্থার সংশোধন অনেক বেশি জরুরি। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আখলাক সংশোধন করা ব্যতীত ইবাদত ও আমল কোনো কাজে আসবে না। হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক নারী অনেক ইবাদত করে। রাত জেগে ইবাদত করে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। নবীজী বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। তদ্রূপ আরেকজন নারীর ব্যাপারে বলা হলো, সে খুব বেশি ইবাদত করে না, কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে। নবীজী বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[২১]

পক্ষান্তরে আমাদের নারীরা শুধু ইবাদত ও যিকির নিয়েই পড়ে আছে। আখলাক-চরিত্র ও সদ্ব্যবহারের প্রতি তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। অথচ দ্বীনের একটি অংশও যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দ্বীনদারি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।[২২]

সন্তানদের সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্য নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা নারীদের সংস্কার না হওয়ার প্রভাব পুরুষদের ওপরও পড়ে। অধিকাংশ সন্তানই মায়ের কোলে প্রতিপালিত হয়, যারা ভবিষ্যতে পুরুষ হবে। তাদের ওপর মায়েদের অভ্যাস ও ব্যবহারের বিপুল প্রভাব পড়ে। এমনকি বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, যে সময় বাচ্চাদের মাঝে বুঝবুদ্ধি তৈরি হয়, তখন সে কথা বলতে না পারলেও সমস্ত কাজ ও কথা তার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ জন্য তার সামনে অনর্থক ও সভ্যতা-পরিপন্থি কোনো কথা না বলা কর্তব্য। অনেক দার্শনিক তো এও লিখেছেন যে, বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে, তখনও তার ওপর মায়ের কাজের প্রভাব পড়ে। এ জন্যই মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আত্মিক সংশোধন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

[২১] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৯৬৭৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদীস নং ৫৭৬৪।
[২২] *ইসলাহুন নিসা মাআ হুকুকুয যাওজায়িন*, ১৯৪।
[২৩] *আত-তাবলীগ ওয়াহজুল ইসতিমা ওয়াল ইত্তিবা*, ১৬৪।